গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৮.২০.০০১.২০২২-১৮ তারিখ: ২১ পৌষ ১৪৩১ / ০৫ জানুয়ারি ২০২৫

শিক্ষাখাতে উচ্চতর গবেষণা সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০২৪

ভূমিকা

টেকসই উন্নয়ন পথযাত্রায় সময়োপযোগী প্রায়োগিক গবেষণা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। কার্যকর গবেষণার মাধ্যমেই সৃজিত হয় সর্বাধুনিক জ্ঞান ও প্রযুক্তির। গড়ে উঠে উচ্চ প্রযুক্তি নির্ভর দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি। যা চলমান প্রযুক্তি-বিপ্লব ও জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে যথোপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে অত্যাবশ্যক। বাংলাদেশের বিদ্যমান বাস্তবতায় গবেষণা চর্চার সীমাবদ্ধতা থাকায় নতুন জ্ঞান সৃজন, টেকসই উন্নয়ন বান্ধব পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন উপযোগী দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে না। এ অবস্থা থেকে উত্তরণ কল্পে উচ্চতর গবেষণা খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে বিশ্বমানের গবেষণা ও প্রযুক্তিজ্ঞানে সমৃদ্ধ জনশক্তি গড়ে তোলা এবং উপযুক্ত জ্ঞান ও প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে শিক্ষাখাতে উচ্চতর গবেষণা সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

২.০ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

২.১ উচ্চতর গবেষণায় পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে উন্নত জ্ঞান ও প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং তা ফলপ্রসূভাবে বাস্তবায়নে সচেষ্ট হওয়া।

২.২ সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, অনুশীলন ও প্রায়োগিক দক্ষতাসম্পন্ন মানবসম্পদ গড়ে তোলা।

২.৩ দেশজ সম্পদ ও মেধার অধিকতর কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস এবং জাতীয় উৎপাদনে প্রবৃদ্ধি অর্জন ত্বরান্বিত করা।

২.৪ পরিবেশ বান্ধব উৎপাদন সংস্কৃতি গড়ার বৈশ্বিক আন্দোলনে (যেমন-বৈশ্বিক উষ্ণায়ন মোকাবেলা) বাংলাদেশের সক্রিয় সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা।

২.৫ বিজ্ঞানমনস্ক ও গবেষণা কাজে আগ্রহী ব্যক্তিগণকে গবেষণায় উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করা।

২.৬ উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণা সংস্কৃতি লালন ও তা অব্যাহতভাবে চালু রাখা।

৩.০ গবেষণা কর্মসূচি বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটি

শিক্ষাখাতে উচ্চতর গবেষণা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত ৩টি কমিটি থাকবে।

CamScanner

৩.ক বাছাই ও মনিটরিং কমিটি

এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে একটি বাছাই ও মনিটরিং কমিটি গঠন করা হবে:

(i). বিজ্ঞানী হিসেবে স্বীকৃত জাতীয় পর্যায়ের কোনো ব্যক্তিত্ব- সভাপতি।

(ii). অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়- সদস্য।

(iii). ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের একজন অধ্যাপক- সদস্য।

(iv). বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এর উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত 'ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি' বিভাগের একজন অধ্যাপক- সদস্য।

(v). চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এর উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত লোক প্রশাসন বিভাগের একজন অধ্যাপক- সদস্য

(vi). রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এর উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত 'ভৌত বিজ্ঞান' বিষয়ের একজন অধ্যাপক- সদস্য।

(vii). জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এর উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত 'উন্নয়ন অধ্যয়ন' বিষয়ের একজন অধ্যাপক- সদস্য।

(viii). শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত কৃষি গবেষণা অনুষদের একজন অধ্যাপক- সদস্য।

(ix). বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় এর উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত জীবন সম্পর্কিত বিজ্ঞান গবেষণা অধিক্ষেত্র সংশিষ্ট বিষয়ের একজন অধ্যাপক- সদস্য।

(x). বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত মৎস্য অনুষদের একজন অধ্যাপক-সদস্য

(xi). খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় এর উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের একজন অধ্যাপক- সদস্য

(xii). সরকার কর্তৃক মনোনীত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইসিটি বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন অধ্যাপক- সদস্য।

(xiii). মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা- সদস্য সচিব।

বাছাই ও মনিটরিং কমিটি জাতীয় চাহিদার নিরিখে গবেষণা অধিক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট বিষয়ের এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করতে পারবেন।

৩.ক. ১ বাছাই ও মনিটরিং কমিটির কার্যপরিধি

(i). জাতীয় বাস্তবতার নিরিখে গবেষণা অধিক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞ এবং অথবা সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের মতামতের আলোকে নীতিমালার অনুচ্ছেদ-৪ এ উল্লিখিত অধিক্ষেত্রসমূহের মধ্য থেকে প্রতিবছরের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গবেষণা অধিক্ষেত্র নির্বাচন করা।

CamScanner

(ii). গবেষণা প্রস্তাব আহবান ও প্রাথমিকভাবে বাছাইকরণ। উল্লেখ্য, বাছাই ও মনিটরিং কমিটি বিভিন্ন স্তরের নিম্নরূপ সূচক বিবেচনা পূর্বক প্রাপ্ত গবেষণা প্রস্তাবসমূহ প্রথমিকভাবে যাচাই বাছাই করবে:
ক) গবেষণা সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এর আলোকে গবেষণা প্রকল্পের গুরুত্ব;
খ) জাতীয় প্রয়োজনের নিরিখে গবেষণা প্রকল্পের প্রায়োগিক যথার্থতা;
গ) গবেষকের গবেষণা পরিচালনায় সক্ষমতা;
ঘ) গবেষণা পরিচালনার জন্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও ল্যাবরেটরি সক্ষমতা বা সুবিধা;
ঙ) প্রস্তাবিত গবেষণার বিষয়ে পূর্ব অভিজ্ঞতা; এবং
চ) গবেষণা প্রকল্পের মৌলিকত্ব।

(iii). গবেষণা সহায়তা প্রদানের জন্য অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন বা সহায়তা প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত গবেষণা প্রস্তাবসমূহের উপর রিভিউয়ারগণের নিকট হতে গবেষণা প্রস্তাবের মৌলিকত্ব, প্রায়োগিক উপযোগিতা, গবেষণা পরিচালনার সুবিধা-অসুবিধা, গবেষণা প্রস্তাবের মান এবং দুর্বলতা (যদি থাকে), গবেষণার সাফল্যের সম্ভাবনা সম্পর্কে রিভিউসহ রেটিং সংগ্রহ করা। রিভিউয়ারগণ কর্তৃক নির্ধারিত রেটিং সূচক (সংযুক্তি-১: Proforma for Evaluation of Research Proposal) ব্যবহার করে গবেষণা প্রস্তাবসমূহ মূল্যায়ন করা।

(iv). গবেষণা প্রস্তাবসমূহ অনুমোদনের লক্ষ্যে বাছাই এর নিমিত্ত রিভিউয়ারদের রেটিং-কে অন্যতম প্রধান ভিত্তি হিসেবে গণ্য করে হবে, তবে গবেষণা প্রস্তাব অনুমোদন ও অর্থায়নের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত স্টিয়ারিং কমিটি গ্রহণ করবে।

(v). গবেষণা প্রস্তাব এবং সমাপ্ত গবেষণা ফলাফল সম্পর্কে ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজন করা। ওয়ার্কশপ/সেমিনার সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞ এবং সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

(vi). গৃহীত প্রকল্পের গবেষণা কাজের অগ্রগতি মনিটরিং করা এবং মনিটরিং প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা। গবেষণা প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে বাছাই ও মনিটরিং কমিটিকে মহাপরিচালক, ব্যানবেইস এর নেতৃত্বে ডিএলপি বিভাগের গবেষণা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করবেন।

(vii). গৃহীত প্রকল্পে প্রদত্ত সহায়তার অর্থ ব্যবহার সংক্রান্ত কাজের অভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষা পরিচালনা এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন মূল্যায়ন।

(viii). গবেষণা সহায়তা প্রাপ্তির জন্য আবেদন ফরম এবং গবেষণা সহায়তা প্রদান বিষয়ক চুক্তির প্রয়োজনীয় সংশোধন/পরিমার্জন করা।

(ix). গবেষণা কাজের সমাপ্তিতে গবেষকদের নিকট হতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন সংগ্রহ করা।

(x). স্টিয়ারিং কমিটির সুপারিশ সাপেক্ষে নীতিমালা সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(xi). প্রতিমাসে একটি সভা আহবান করা ,তবে প্রয়োজনে অতিরিক্ত সভা আহবান করা যাবে।

(xii). রিভিউয়ারদের একটি ডাটাবেজ তৈরি এবং সময়ে সময়ে তা হালনাগাদ করা।

(xiii). বাছাই ও মনিটরিং কমিটির মেয়াদ হবে ৪ বছর ।

CamScanner

৩.খ স্টিয়ারিং কমিটি

সামগ্রিকভাবে এই গবেষণা সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্যে **মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ**, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় নিম্নরূপ একটি স্টিয়ারিং কমিটি থাকবে;

(i). সিনিয়র সচিব/সচিব, **মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ**, শিক্ষা মন্ত্রণালয়- সভাপতি।

(ii). সভাপতি, বাছাই ও মনিটরিং কমিটি- সদস্য।

(iii). অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়- সদস্য।

(iv). বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য (গবেষণা)- সদস্য।

(v). মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)- সদস্য।

(vi). প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ (যুগ্ম-সচিবের নিচে নয়)- সদস্য।

(vii). ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত একজন অধ্যাপক- সদস্য।

(viii). বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এর উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত একজন অধ্যাপক- সদস্য।

(ix). বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত একজন অধ্যাপক- সদস্য।

(x). বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় এর উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত একজন অধ্যাপক- সদস্য।

(xi). রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এর উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত একজন অধ্যাপক- সদস্য।

(xii). জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এর উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত একজন অধ্যাপক- সদস্য।

(xiii). মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এর একজন অধ্যাপক- সদস্য।

(xiv). যুগ্মসচিব (বিশ্ববিদ্যালয়-১ অধিশাখা) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় – সদস্য সচিব।

৩.খ. ১ স্টিয়ারিং কমিটির কার্যপরিধি

(i) বাছাই ও মনিটরিং কমিটি থেকে রেটিং ও মন্তব্যসহ প্রাপ্ত গবেষণা প্রস্তাব পর্যালোচনা, গবেষণা প্রস্তাবের ব্যয় প্রাক্কলন যাচাই, আবশ্যকীয় সহায়তার পরিমাণ নিরূপণ ও অনুমোদন করা।

(ii) শিক্ষাখাতে উচ্চতর গবেষণা সহায়তা কর্মসূচির বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও সার্বিক মূল্যায়ন করা।

(iii) গবেষণা অগ্রগতি পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা। এক্ষেত্রে, স্টিয়ারিং কমিটিকে মহাপরিচালক, ব্যানবেইস এর নেতৃত্বে ডিএলপি বিভাগের গবেষণা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করবে।

(iv) প্রয়োজন সাপেক্ষে সহায়তার পরিমাণ পুনঃনির্ধারণ বা সহায়তা প্রদান স্থগিত করা।

(v) গবেষণা শেষে গবেষণার জন্য ক্রয়কৃত উপকরণাদির গবেষণাত্তোর ব্যবহার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

(vi) মুখ্য গবেষকসহ গবেষক এবং গবেষণা সহকারীর সম্মানী প্রয়োজনে পর্যালোচনাপূর্বক পুনঃনির্ধারণ ও অনুমোদন করা।

(vii) প্রতি দুইমাস অন্তর একটি সভা আহবান করা। তবে প্রয়োজনে অতিরিক্ত সভা আহবান করা যাবে।

(viii) সভার সিদ্ধান্তক্রমে প্রয়োজনে বিষয়ভিত্তিক সদস্য কো-অপ্ট করা।

(ix) প্রয়োজনে বাছাই ও মনিটরিং কমিটি কর্তৃক নীতিমালা সংশোধন/পরিমার্জনের সুপারিশ করা।

CamScanner

৩.গ সম্পাদকীয় কমিটি

প্রতিবছর সমাপ্ত গবেষণা প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদনসমূহ সংকলন হিসেবে প্রকাশের উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ একটি সম্পাদকীয় কমিটি থাকবে;

(i) সভাপতি, বাছাই ও মনিটরিং কমিটি- আহবায়ক।

(ii) মহাপরিচালক, ব্যানবেইস- সদস্য।

(iii) সংশ্লিষ্ট যুগ্নসচিব, বিশ্ববিদ্যালয় অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়- সদস্য।

(iv) স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক মনোনীত বাছাই ও মনিটরিং কমিটির ৩জন সদস্য- সদস্য (৩জন)।

(v) চীফ, ডিএলপি বিভাগ, ব্যানবেইস- সদস্য সচিব।

৪.০ গবেষণা অধিক্ষেত্র

৪.১ শিক্ষা (Education)

৪.২ কৃষি (Agriculture)

৪.৩ জীবন সম্পর্কিত বিজ্ঞান (Life Science)

৪.৪ ভৌত বিজ্ঞান (Physical Science)

৪.৫ সামাজিক বিজ্ঞান (Social Science)

৪.৬ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT)

৪.৭ মৎস্য (Fish)

৪.৮ ব্যবসায় শিক্ষা (Business Studies)

৪.৯ বাংলাদেশ উন্নয়ন অধ্যয়ন (Bangladesh Development Studies)

৪.১০ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি (Engineering and Technology) এবং

৪.১১ উন্নয়ন ও জননীতি (Development and public Policy)

বাছাই ও মনিটরিং কমিটি জাতীয় চাহিদার নিরিখে গুরুত্বের বিবেচনায় অনুচ্ছেদ-৪ এ উল্লিখিত অধিক্ষেত্রসমূহ হতে প্রতি অর্থ বছরে বিশেষ তিন বা ততোধিক অধিক্ষেত্রের উপর Project Concept Note (PCN) আহবান করতে পারবে। এছাড়াও বিশেষজ্ঞ ও সরকারি দপ্তরের মতামতের আলোকে কোনো অধিক্ষেত্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়কে গবেষণার জন্য নির্বাচন করে তার ভিত্তিতে গবেষণা প্রস্তাব আহবান করে বিজ্ঞপ্তি জারি করতে পারবে।

৫.০ গবেষণা সহায়তার আওতা

৫.১ দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি সাধারণ, বিশেষায়িত, কারিগরি, কৃষি এবং চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের কলেজসমূহে কর্মরত শিক্ষক ও গবেষণা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এই সহায়তা কর্মসূচির আওতাভুক্ত হবেন।

৫.২ সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে/গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারী যারা গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত আছেন অথবা গবেষণা কর্ম করতে আগ্রহী তারাও এই গবেষণার আওতাভুক্ত হবেন।

CamScanner

৬.০ প্রকল্পের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি

৬.১ বাছাই ও মনিটরিং কমিটি কর্তৃক গবেষণা অধিক্ষেত্র পুনর্বিন্যস্তকরণ সাপেক্ষে গবেষণা প্রস্তাবসমূহে যে অর্থবছরে অর্থায়ন করা হবে তার পূর্ববর্তী অর্থবছরের জানুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত অনলাইনে গবেষণা প্রস্তাবের আবেদন গ্রহণ করা হবে। উক্ত বিষয়ে ডিসেম্বর মাসে ১টি বাংলা ও ১টি ইংরেজি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন/বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হবে। এছাড়া বিজ্ঞাপন/বিজ্ঞপ্তি মন্ত্রণালয়, ব্যানবেইস এবং ইউজিসির ওয়েবসাইটে প্রচারের জন্য আপলোড করা হবে।

৭.০ আবেদনের পদ্ধতি

৭.১ গবেষণা সহায়তা প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত ফরমে (সংযুক্তি-২: PCN এবং সংযুক্তি-৩: Complete Proposal) অনুসারে আবেদন করতে হবে।

৭.২ গবেষণা প্রস্তাব (Research Proposal) প্রকল্প আকারে উপস্থাপন করতে হবে। প্রস্তাবের সাথে গবেষণার কর্মপরিকল্পনা (Work Plan), উপযোগিতা, প্রাসঙ্গিকতা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, গবেষণার মেয়াদ, গবেষণা টিমের পরিচিতি এবং যোগ্যতার বিবরণ প্রদান করতে হবে।

৭.৩ গবেষণা প্রস্তাবের সাথে গবেষণার খাতভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলন (Estimated Cost) যৌক্তিকতাসহ প্রদান করতে হবে।

৭.৪ গবেষক টিমের সদস্যবৃন্দ একাধিক বিভাগ/বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যৌথভাবে গবেষণা কাজ বাস্তবায়ন কল্পে সহায়তার জন্যে আবেদন করতে পারবেন।

৭.৫ বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা প্রতিষ্ঠান অথবা দেশীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান গবেষণা সহযোগী হতে পারবে।

৭.৬ এই কর্মসূচির আওতায় মুখ্য গবেষক বা সহযোগী গবেষকের কোনো গবেষণা প্রকল্প চলমান থাকলে তিনি বা তারা নতুন কোনো গবেষণা সহায়তার জন্য আবেদন করতে পারবেন না।

৭.৭ সহকারী অধ্যাপক বা সমপদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির নিচে কেউ মুখ্য গবেষক বা সহকারী মুখ্য গবেষক হিসেবে আবেদন করতে পারবেন না, তবে পিএইচডি ডিগ্রীধারী প্রভাষক বা সমপদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি সহকারী মুখ্য গবেষক হতে পারবেন।

৮.০ গবেষণা সহায়তা প্রাপ্তির শর্ত

৮.১ গবেষণা সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে মৌলিক ও ফলিত বা প্রায়োগিক গবেষণাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। সরকারি কোনো দপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত সমস্যার সমাধানকল্পে প্রণীত গবেষণা প্রকল্পকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

৮.২ গবেষণার বিষয়বস্তু দেশে প্রয়োগ উপযোগী ও সময়ের প্রেক্ষাপটে জাতীয় চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

৮.৩ মানসম্পন্ন দেশি, বিদেশি জার্নালে প্রকাশনা এবং গবেষণায় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আবেদনকারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

৮.৪ আবেদনকারী গবেষক টিম/গবেষক যার আন্তর্জাতিক/জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/ওয়ার্কশপে প্রবন্ধ উপস্থাপন বা অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন আবেদনকারীগণ গবেষণা সহায়তা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবেন।

CamScanner

৮.৫ গবেষণা সহায়তা প্রাপ্তির জন্য ন্যূনতম গবেষণা অবকাঠামো, চলমান গবেষণা সংখ্যা, গবেষণা প্রকাশনা এবং গবেষণা কর্মকান্ডে বৈদেশিক সংযোগের মান সন্তোষজনক প্রতীয়মান হতে হবে।

৮.৬ গবেষণার বিষয়ে ইতোমধ্যে সাফল্য/নির্ভরযোগ্যতা/আশাব্যঞ্জক বুৎপত্তি (Achievement) অর্জন করেছেন এমন আবেদনকারীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

৮.৭ আবেদনকারীকে তার জানামতে তিনজন বিশেষজ্ঞের নাম (রেফারি হিসেবে) উল্লেখ করতে হবে।

৮.৮ সরকারি কোনো দপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত সমস্যার সমাধানকল্পে প্রণীত গবেষণা প্রকল্পের ফলাফল সাফল্যজনকভাবে বাস্তবায়ন হলে সংশিষ্ট গবেষকগণকে এই কর্মসূচির আওতায় পুনঃঅর্থায়নের জন্য বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

৮.৯ গবেষণা প্রস্তাব বিবেচনার ক্ষেত্রে গবেষণার ফলাফল Peer Reviewed Journal এ প্রকাশিত না হলে সংশ্লিষ্ট গবেষকগণকে পরবর্তীতে আর এই কর্মসূচির আওতায় অর্থায়নের জন্য বিবেচনা করা হবে না।

৯.০· গবেষণা সহায়তা বরাদ্দ প্রণয়ন, গবেষণা প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যবহার

৯.১ প্রতি বছর মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেটের সচিবালয় অংশে শিক্ষাখাতে উচ্চতর গবেষণা কর্মসূচি খাতে বরাদ্দ রাখা হবে। স্টিয়ারিং কমিটি প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করবে।

৯.২ গবেষণা সহায়তা বরাদ্দ সম্পূর্ণভাবে প্রতিযোগিতামূলক রেটিং এবং স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক যাচাইকৃত ব্যয় প্রাক্কলন এর ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।

৯.৩ প্রতি অর্থ বছরে সহায়তা বরাদ্দ প্রকল্পের অগ্রগতি বিবেচনা সাপেক্ষে প্রকল্পের অনুকূলে বিভাজিত বরাদ্দ ছাড় ও বিতরণ করা হবে।

৯.৪ গবেষণা অগ্রগতি সন্তোষজনক প্রতীয়মান না হলে অর্থ প্রদান স্থগিতকরণ, পুণ:তফসিলীকরণ বা বরাদ্দের পরিমাণ পুন:নির্ধারণ করা যাবে।

৯.৫ গবেষণা প্রস্তাবের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৩ বছর ও সর্বোচ্চ বরাদ্দের পরিমান ৩০.০০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকা হতে পারে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে স্টিয়ারিং কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে অধিক বরাদ্দ দেওয়ার বিষয় বিবেচনা করা যাবে।

৯.৬ গবেষণা প্রকল্পের অনুকূলে ছাড়কৃত অর্থ সরকারি আর্থিক বিধি বিধান অনুসারে ব্যয়/সমন্বয় করতে হবে।

৯.৭ ৩০ জুনের মধ্যে ছাড়কৃত অর্থের সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে এবং ব্যয় বিবরণী (ভাউচারসহ) পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে ব্যানবেইস এ দাখিল করতে হবে।

৯.৮ গবেষণা সহায়তা প্রাপ্ত প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ ৩০ জুনের মধ্যে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে।

৯.৯ যুক্তিযুক্ত কারণ ছাড়া গবেষণার ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন হলে গবেষণা সহায়তা স্থগিত বা বাতিল করা যাবে।

৯.১০ সহায়তার অর্থ গবেষণা উপকরণ সংগ্রহ, গবেষকগণের সম্মানী, গবেষণা বৃত্তি, দেশি-বিদেশি গবেষণা সফর, গবেষণা জরিপ ব্যয়, গবেষণা সেমিনার, গবেষণা প্রকাশনা এবং গবেষণার জন্য ল্যাবরেটরি স্থাপন কাজে ব্যয় করা যাবে।

৯.১১ গবেষণা শেষে গবেষণার জন্য ক্রয়কৃত উপকরণাদির বিষয়ে স্টিয়ারিং কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। তবে গবেষণা পরিচালনার স্কুল/প্রতিষ্ঠান/বিভাগ ক্রয়কৃত উপকরণাদি প্রাপ্তির বিষয়ে অগ্রাধিকার পাবে।

CamScanner

৯.১২ গবেষণা সহায়তার অর্থ নিছক নির্মাণ কাজ বা পূর্ত অবকাঠামো উন্নয়ন কাজে ব্যয় করা যাবে না।

৯.১৩ গবেষণা কর্মে স্থানীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান, শিল্প উদ্যোক্তা, সমাজ হিতৈষীদের গবেষণা সহযোগিতা বা অনুদান গ্রহণ করা যাবে। তবে তা গবেষণা প্রস্তাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

১০.০ গবেষণার ফলাফল মূল্যায়ন, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সংরক্ষণ

১০.১ গবেষণা প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর বা স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কাছে স্টিয়ারিং কমিটির পক্ষ থেকে সরবরাহ করা হবে।

১০.২ গবেষকগণ গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রায়োগিক কাজে ব্যবহার করতে পারবে মর্মে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অধিকার অর্পণ করবেন।

১০.৩ প্রতিবছর বাছাই ও মনিটরিং কমিটি গবেষণা সহায়তা প্রাপ্ত গবেষকদের গবেষণালব্ধ ফলাফল মূল্যায়নপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে। মূল্যায়ন প্রতিবেদনের আলোকে গবেষণা ফলাফলের প্রায়োগিক ব্যবহার সম্পর্কে স্টিয়ারিং কমিটিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক তা বাস্তবায়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। স্টিয়ারিং কমিটি জাতীয় চাহিদার নিরীখে অতি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার ফলাফল বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের সাথে গবেষণা প্রকল্পের গবেষকদের Memorandum of Understanding (MoU) স্বাক্ষরের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১০.৪ প্রতি বছর সমাপ্ত প্রকল্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গবেষণা কর্ম হিসেবে নির্বাচিত গবেষক/গবেষক টিমকে স্টিয়ারিং কমিটি পুরষ্কার প্রদানের জন্য নির্বাচন করবে।

১০.৫ গবেষণা কার্যক্রমের ফলাফল প্রতিবেদনাকারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ব্যানবেইস লাইব্রেরিতে সংরক্ষণ করা হবে।

১১.০ গবেষণা সম্মানী

১১.১ এই নীতিমালার আওতায় কোনো গবেষণা কার্যক্রমে নিয়োজিত মুখ্য গবেষক ও সহকারী গবেষকগণ গবেষণা পরিচালনার জন্য বাৎসরিক যথাক্রমে ৭০,০০০/- টাকা ও ৪৫,০০০/- টাকা সম্মানী প্রাপ্য হবেন। গবেষণা প্রকল্প প্রস্তাবের মূল ব্যয় বিভাজনে গবেষকগণের সম্মানী অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

১১.২ কোনো গবেষণা প্রকল্পের ক্ষেত্রে পিএইচডি, এমফিল ও মাস্টার্স পর্যায়ে অধ্যয়নরত ছাত্রদের গবেষণা সহকারী হিসেবে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা যাবে। এ ক্ষেত্রে মাস্টার্স ও এমপিএইচ/ এমফিল এবং পিএইচডি/এফসিপিএস/এমডি পর্যায়ের গবেষকগণ এবং গবেষণা সহকারীর সম্মানীর পরিমাণ হবে যথাক্রমে ১০,০০০/-, ১৫,০০০/-, ২৫,০০০/- ও ১৫,০০০/- টাকা । মাস্টার রোল শ্রমিক বাবদ প্রতিদিন ৫০০/- টাকা হারে (মাসে সর্বোচ্চ ১০,০০০/- টাকা) প্রদান করা যাবে।

১১.৩ স্টিয়ারিং কমিটি, বাছাই ও মনিটরিং কমিটি, সম্পাদকীয় কমিটির সদস্যগণের সভায় উপস্থিতির সম্মানী ও রিভিউয়ারগণের গবেষণা প্রস্তাব রিভিউকরণের সম্মানী স্টিয়ারিং কমিটির অনুমোদনের ভিত্তিতে অর্থ বিভাগ হতে বিভাজন অনুমোদন সাপেক্ষে প্রাপ্য হবেন।

CamScanner

১২.০ গবেষণা কর্মসূচির আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্বাহ

১২.১ বাছাই ও মনিটরিং কমিটি এবং স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন, দেশি-বিদেশি বিশেষ রেফারীগণের সম্মানী, ওয়ার্কশপ, কনফারেন্স এবং কর্মসূচির অন্যান্য প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক ব্যয় গবেষণা ব্যয় বরাদ্দ হতে নির্বাহ করা হবে। স্টিয়ারিং কমিটি বছরের শুরুতেই সম্ভাব্য বাজেট বিভাজন অনুমোদন করবে।

১২.২ গবেষণা ফলাফল জার্নালে প্রকাশ, প্যাটেন্ট রেজিস্ট্রেশন এবং বাণিজ্যিকীকরণ এর ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা হবে।

১৩.০ ঘোষণা প্রদান

১৩.১ গবেষণা সহায়তার আওতায় পরিচালিত গবেষণা কোনো গবেষণা সাময়িকী অথবা অন্য কোনো প্রকাশনায় প্রকাশের সময় "গবেষণা সরকারি আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত হয়েছে" মর্মে ঘোষণা প্রদান করতে হবে;

১৩.২ গবেষণাকর্মে অর্থায়নের ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহারের লক্ষ্যে মুখ্য গবেষকগণকে এই মর্মে প্রত্যয়ন করতে হবে যে, দাখিলকৃত গবেষণা প্রস্তাবের ওপর তিনি নিজে বা অন্য কেউ ইতোপূর্বে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেননি এবং রিভিউকালে এ বিষয়ে অন-লাইনে ইউজিসি ও বাংলাদেশ একাডেমি অফ সায়েন্স এ ব্যবহৃত প্ল্যাটফর্মের প্ল্যাটফর্ম ন্যায় প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই করা হবে।

১৪.০ অন্যান্য শর্ত

১৪.১ কোনো গবেষকের গবেষণার সাথে শিরোনাম, উদ্দেশ্য, কোনো অধ্যায়, গবেষণা ফলাফল ইত্যাদি সম্পর্কিত বিষয়ে Plagiarism এর কোনোরূপ অভিযোগ উত্থাপিত এবং প্রমাণিত হলে গবেষণা মঞ্জুরি বাতিল, মঞ্জুরিকৃত অর্থ আদায় এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ ক্ষেত্রে turnitin বা এই জাতীয় অন্য কোন সফটওয়্যার ব্যবহার করে গবেষণার মৌলিকত্ব ও বিশুদ্ধতা যাচাই করা যাবে। তবে সমরূপতার গ্রহণযোগ্য সীমা (Acceptance Level of Similarity Index) সর্বোচ্চ ২০% হতে পারবে।

১৪.২ গবেষণা কর্মসূচির আওতায় কোনো প্রকার পদসৃজন বা নিয়োগ করা যাবে না। কারিগরি সহায়তা, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজন হলে মুখ্য গবেষক গবেষণা সংশ্লিষ্ট নির্দিষ্ট মেয়াদে জনবল নিয়োজিত করতে পারবেন। তবে এরূপ জনবল সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বা সরকারের কর্মচারী বলে গণ্য হবেন না।

১৪.৩ উন্নতমানের গবেষণা প্রবন্ধের সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক মানের জার্নাল প্রকাশ করা যেতে পারে। প্রকাশিত জার্নাল সম্পর্কে বাছাই ও মনিটরিং কমিটি/ব্যানবেইসকে অবহিত করতে হবে। Non Zero Impact Factor বিবেচনায় Peer Reviewed Journal এ প্রকাশিত হলে বা পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করলে সংশ্লিষ্ট গবেষকগণকে পরবর্তীতে তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মানিত করা হবে।

CamScanner

১৪.৪ মন্ত্রণালয় হতে ০৯ মার্চ ২০২৩ তারিখে জারীকৃত শিক্ষাখাতে উচ্চতর গবেষণা সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা (সংশোধিত) অনুসরণে বাস্তবায়নাধীন/প্রক্রিয়াধীন গবেষণা প্রস্তাবসমূহ যথারীতি এই নীতিমালা অনুযায়ী বাস্তবায়ন/অনুমোদন করা হবে।

১৪.৫ এই নীতিমালা জারির পর হতে এ সংক্রান্ত পূর্ববর্তী সকল নীতিমালা বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৫.০ এই নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বাক্ষরিত/-০৫/০১/২০২৫
সিদ্দিক জোবায়ের
সিনিয়র সচিব

স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৮.২০.০০১.২০২২-১৮

তারিখ: ২১ পৌষ ১৪৩১ / ০৫ জানুয়ারি ২০২৫

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়):

১. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, শেরেবাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা।
২. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল, ১, মিন্টু রোড, ঢাকা।
৩. অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস), পলাশী-নীলক্ষেত, ঢাকা।
৫. যুগ্মসচিব (বাজেট), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. মাননীয় উপদেষ্টার একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. জনাব...বাছাই ও মনিটরিং কমিটি/ স্টিয়ারিং কমিটি।
৭. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. চীফ, ডিএলপি বিভাগ, বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস), পলাশী-নীলক্ষেত, ঢাকা।
৯. উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয় (বিজি প্রেস), তেজগাঁও, ঢাকা (পরবর্তী গেজেটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১০. সিস্টেম এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০৫.০১.২০২৫
মোছাঃ রোখছানা বেগম
উপসচিব

CamScanner